যারা আত্মাকে জানার অভিলাষী তারা পৃথিবীতে সত্যের খোঁজে উচ্চতর যোগের সন্ধানে আপনার চেতনা সম্প্রসারিত করে চলেছে এবং এ ভাবেই সেই সর্বব্যাপী কেন্দ্রীয় সত্যের কাছে পৌঁছোচ্ছে।

যতক্ষণ না মানুষ তার আত্মা সম্বন্ধে চেতনবিশিষ্ট হচ্ছে ততক্ষণ তার গভীর দৈন্য ও অন্তহীন কামনা বাসনা— এখন পর্যন্ত পৃথিবী তার কাছে নিরন্তর পরিবর্তনশীল। যে মানুষের আত্মবোধ হয়েছে তার কাছে বিশ্বজগৎ একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে স্থিত এবং জগতের বাকি যা রয়েছে তা এই কেন্দ্রের চারপাশে স্ব স্ব স্থানে থেকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে। মানুষ আত্মসংযমের শক্তি দিয়ে আত্মাকে কেন্দ্রস্থিত করে এবং সে সেই বলে, (ক) যুযুধান উপাদানগুলির মধ্যে সংগতিবিধান করে, (খ) যা ছিল বিচ্ছিন্ন তাদের সংযুক্ত করে, (গ) পৃথক ধারণাগুলি প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়, (ঘ) তাৎক্ষণিক আবেগের পরিসমাপ্তি ঘটে প্রেমে, (ঙ) তখন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে অসীমের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় এবং (চ) তার সকল কর্ম ও চিন্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয় এক নিগূঢ় সামঞ্জস্যে।

পরিশেষে মানুষ খুঁজে পায় তার অন্তরস্থিত সেই এককে, এই তার সত্য, তার আত্মা, যা তার আধ্যাত্মিক জীবনের চাবিকাঠি। মানুষের '.....আপনার সত্য পরিচয় হয় না।' 'ভূমার' সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়'। ("প্রভাতে", র-র ১২, পৃ. ১৪৭-৪৮)

মানুষের মধ্যে যে একের বোধ সে চিরদিনই সেই যোগের অনুসন্ধান করে— (ক) জ্ঞানের মধ্যে যোগ, (খ) প্রেমের মধ্যে যোগ, (গ) ইচ্ছাশক্তিতে যোগ; পরম যোগের মধ্যে অসীম এক-কে উপলব্ধি করে সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করে।

একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা —
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।।

(পৃ. ১১১)

Scanned with CamScanner

উপনিষদ্ তাই বলেন যাঁরা প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী তাঁরাই এই দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ পেতে সক্ষম। তাঁরাই জগতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে যে এক, বহুর মধ্যে যে এক, তার উদ্দেশে পথ চিনে নেবেন। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'চিত্রা' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিচিত্ররূপিণী একের উদ্দেশে বলেছেন,

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

(র-র ১, পৃ. ৪৬৫)

সে যদিও বিচিত্ররূপিণী কিন্তু তার বৈচিত্র্য মানুষের অন্তরে এক হয়েই উপলব্ধ হয়। তাই —

অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

(পূর্বোক্ত)

মানুষের অন্তরে যে আলোকশিখা তা যদি তাকে পথ না চেনাত তা হলে এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সে কখনোই তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারত না। জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী পরম এককে দেখার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে —

(ক) বিশুদ্ধ যুক্তিসম্মত চিন্তা-প্রক্রিয়া নয়

(খ) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত নয়

'আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়।' ("আত্মবোধ", র-র ১২, পৃ. ৩৯৮)। অমাধ্যম প্রত্যক্ষই একমাত্র উপায়। আমাদের চোখ স্বাভাবিকভাবে যখন কোনো বস্তুকে দেখে তা সমগ্রভাবেই দেখে, তাকে খণ্ডিতভাবে না দেখে, খণ্ডাংশগুলিকে একত্রে এনে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে। যে অমাধ্যম প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মচেতনা হয় তা প্রকৃতপক্ষে সার্বিকভাবেই পরম একের সঙ্গে যে যোগ তা উপলব্ধি করে।

উপনিষদ্ বলেন এই দেবতা বা পরম এক নিজেকে জগতের সকল কর্মে প্রকাশিত করে মানুষের হৃদয়ে মহাত্মারূপে অবস্থান করেন। যারা তাঁকে হৃদয়ে উপলব্ধি করে তারাই অমরত্ব লাভ করে।

এই দেবতাই বিশ্বকর্মা যাঁর বাহ্যিক অভিব্যক্তি প্রকৃতিতে বহুরূপে ও শক্তিতে

Scanned with CamScanner

প্রতিভাত হয়, কিন্তু মানবাত্মায় অন্তঃস্থিত অভিব্যক্তিকে যোগযুক্ত অবস্থাতেই তাঁর অস্তিত্ব।[৯] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষ দুটি ক্ষেত্রে দু'ভাবে সাফল্যলাভ করে। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যখন সে সত্যানুসন্ধান করে তখন সে বিশ্লেষণের দ্বারা অগ্রসর হয় এবং নানা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ব্যবহার করে; মানবাত্মায় যে সত্য সে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করে তা অমাধ্যম প্রত্যক্ষজাত। পরমাত্মাকে কখনো খণ্ডিতভাবে জ্ঞানে জানা যায় না কারণ তিনি খণ্ডিত অংশের সমষ্টি নন, তিনি এক, নিজের আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে তাঁকে আমরা প্রেমে ও আনন্দে জানতে পারি। এই জানা কখনোই বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান লাভ নয়, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[১০] পূজা পর্যায়ের সংগীতটি রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাই প্রকাশ করে যে মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিয়ে পরমাত্মার মুখোমুখি হয়। তখন সে বলে,

কে গো অন্তরতর সে!
আমার চেতনা আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে।।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুখে হরষে।।

(পৃ. ২০৭)

প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ঐকান্তিক প্রার্থনা ধ্বনিত হত, 'আবিরাবীর্ম এধি।' হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। ঋষিদের উপাসনাতেও এই সুর শোনা যেত — 'তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ-উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণপ্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না।' ("ধর্ম", র-র ১২, পৃ. ৩৮)। স্বপ্রকাশ বা যিনি পরমপুরুষ তিনি মানুষের কাছে উপলব্ধ হন অর্থাৎ তাঁকে জানা সম্ভব হয় অমাধ্যম প্রত্যক্ষ দ্বারা। ইন্দ্রিয়াতীত এই বোধ ঋষিদের সাধনালব্ধ, তাঁদের আত্মবোধের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়।

মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তার আমিত্বের দাস, তার 'আমি' অনমনীয় ও সংকীর্ণচিত্ত, অসীমের দেখা সে পায় না কারণ সে অন্ধ। 'আমি'-র প্রভাবেই সৃষ্টি হয় বেসুরের। মানুষ তার জীবনে অসন্তোষ, অকৃতকার্যতার ক্লান্তি, অতীতের

Scanned with CamScanner

জন্য অর্থহীন হতাশা ও ভবিষ্যতের জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করে। এর কারণ এই যে সে মানুষের আত্মবোধ হয়নি স্বপ্রকাশও তার মধ্যে প্রকাশিত হননি। তার আত্মা অতৃপ্ত বাসনা, অধিকারের গর্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধ তাকে এক শ্বাসরোধকারী অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

বিপন্ন মানুষ আকুল হয়ে বিশেষ প্রার্থনা জানায় —

'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫)। অসহায় মানুষের সংকটকালের প্রার্থনা কি স্বীকৃতি পায়? কারণ সত্য ও অসত্য, মৃত্যু ও অমৃতের মাঝে রয়েছে অসীম ব্যবধান। উত্তরে বলা যায় যে এই প্রার্থনা পূর্ণ হয় কারণ স্বপ্রকাশ নিজেকে মানবাত্মায় প্রকাশিত করে সেই অনতিক্রম্য দূরত্ব ঘুচিয়ে দেন এবং সেই মিলনক্ষেত্রে সীমা ও অসীম সংযুক্ত হয়। মানুষ যখন অধর্মাচরণ করে তখন তার ব্যক্তিসত্তার কাছে আত্মার পরাজয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিসত্তা এবং আত্মার মধ্যে যে পার্থক্য করেন তার সাহায্যে পাপ বা অধর্মের তত্ত্বটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। পরাজিত আত্মা সত্য এবং পবিত্র চেতনাকে আড়াল করে রাখে। পাপে মানুষ খণ্ডকে পেতে সমগ্রের ব্যাপারে ঝুঁকি নেয়। পাপে তীব্র আবেগে সুখভোগের জন্য আমরা লোলুপ হয়ে উঠি। পাপে বাসনাপূর্ণ অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত বস্তু আমাদের কাছে অতিকৃত হয়ে দেখা দেয়,[১১] পাপে লিপ্ত হয়ে জীবনের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়; প্রকৃত মূল্যায়নের মান হারানোতে জীবনের বিভিন্ন স্বার্থ নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের মিথ্যা দাবি নিয়ে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। মানুষ তার স্বভাবের সকল বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ে পরমপুরুষের সঙ্গে যোগযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বোধ করে। ঈশ্বরের কাছে মানুষ তাই আন্তরিক প্রার্থনা জানায় যে তিনি যেন তার সকল পাপ দূর করে তার মধ্যে মঙ্গলের বোধ জাগ্রত করেন। জীবনে মঙ্গল বা কল্যাণবোধ প্রতিষ্ঠিত হলে মুক্তিলাভ করে মানুষ সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়। মঙ্গলের বোধেই আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈশ্বরের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

মানুষ তার আত্মপ্রকাশের জন্য শক্তি ও সম্পদ কামনা করে, যা অর্জন করে

Scanned with CamScanner